দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 DEC 1988
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

রামগতি চর মার্টিন ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা

অধ্যক্ষের দুর্নীতি চরমে ।। সরেজমিন তদন্তের নির্দেশ

লক্ষ্মীপুর, ১০ই ডিসেম্বর।– জেলার রামগতি থানার চর মার্টিন ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষের নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশ ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে স্থানীয় ছাত্র, শিক্ষক ও এলাকাবাসীর মনে ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হচ্ছে তীব্র ক্ষোভের। এ নিয়ে এলাকার পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বলেও জানা গেছে।

অভিযোগে প্রকাশ, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আবদুল ওদুদ ১৯৮৮ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে যোগ দেয়ার মাত্র ৬ মাস পরেই রামগতি থানার তৎকালীন নির্বাহী অফিসার তাকে দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত করেন। কিন্তু উক্ত নির্বাহী অফিসার অন্য জায়গায় বদলি হয়ে চলে যাওয়ার পর অধ্যক্ষ আবদুল ওদুদ মাদ্রাসা কমিটির সদস্যদের হাত করে আবারো তার স্বপদে বহাল হন।

দুর্নীতিবাজ এই অধ্যক্ষ স্থানীয় এলাকার অধিবাসী হওয়ায় রীতিমতো কিছু সন্ত্রাসীকে লালন পালন করে থাকেন। তাদের সাহায্যে এলাকাবাসীকে জিম্মি করে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির কোন নির্বাচন না দিয়েই গোপনে তার পছন্দসই লোক নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে মাদ্রাসা বোর্ডকে দিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন। এভাবে দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ তিনি তার ইচ্ছামতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে চালিয়ে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্বজনপ্রীতিরও চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চলেছেন এই অধ্যক্ষ। তার ভাই অজিউল্লা ও আত্মীয় নুরুল হককে মাদ্রাসার শিক্ষক প্রতিনিধি নিয়োগ করে নিজের কাজ হাসিলের বর্ম হিসেবে তাদেরকে তিনি ব্যবহার করে চলেছেন। তিনি তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মাওলানা নূর নবীর সরকার প্রদত্ত বেতন (১৭৬৫ টাকা) উঠিয়ে নিজে আত্মসাৎ করেছেন। শুধু তাই নয়, গত জুন মাসে মাদ্রাসার উন্নয়ন ও আসবাবপত্র কেনাকাটা করার জন্য সরকারের তরফ থেকে যে ৩৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়, সেই টাকার পুরোটাই তিনি আত্মসাত করেছেন এবং উল্লিখিত কাজ সম্পাদন না করেই তার অনুকূলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বরাবরে দাখিল করেছেন ভুয়া কাগজপত্র। তবে মাদ্রাসার সহকারী প্রধান শিক্ষক মজিবউল্লা গত ৮ই নভেম্বর জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবরে উক্ত অর্থ আত্মসাৎ বিষয়ে একটি অভিযোগপত্র দায়ের করেছেন বলে জানা গেছে। এছাড়াও অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে রয়েছে আরো অসংখ্য অভিযোগ।